সংবাদ

তারিখ ... 30/6/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

060

পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে যুক্ত করা দরকার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাঠ্যবই প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) উন্নয়ন কেন্দ্রের কোন ভূমিকা বর্তমানে নেই। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে পাঠ্যবই ছাপালে এগুলোর অসঙ্গতি এবং ভুল-ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব হবে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় শিক্ষা-নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। '৭৪-এর মাঝামাঝি কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে নতুন করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈরীর সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতেই '৭৫-এর

(১১-এর পাতায় দেখুন)

পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজে

(১ম পাতার পর)

অক্টোবরে প্রফেসর শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৭৬-এর মার্চে কাজ শুরু করে '৭৮-এর ৩০শে জুনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মোট ৭ খণ্ড রিপোর্ট পেশ করেন। এই ৭ খণ্ডের মধ্যে চারটি খণ্ডের যথা প্রাথমিক স্তর, নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট এখনও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় সম্প্রতি। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে একটি 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্স জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের আলোকে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করছেন বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট পেশ করার পর '৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রায় সব দেশেই 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' ধরনের প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই '৮০ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। '৮১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড নতুন পাঠ্য বই প্রকাশ করছে। কিন্তু বই অনুমোদনের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের কোন ভূমিকা নেই। এমন কি বই ছাপানোর আগে তারা জানতেই পারেন না কি জিনিস ছাপা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, নতুন পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এসব বই লেখা হচ্ছে কিনা তা আমরা দেখতে পারছি না। অথচ পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অসঙ্গতির জন্য জনগণ আমাদেরকেই দায়ী করছেন। তিনি বলেন, প্রায় সব দেশেই জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ধরনের প্রতিষ্ঠান পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রীলংকার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, শ্রীলংকায় শিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সার্ভিস মন্ত্রণালয়। সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র কাজ করে। এই কেন্দ্র পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে। এরপর শিক্ষা সার্ভিস মন্ত্রণালয় পাঠ্যবই প্রকাশ এবং বিতরণের দায়িত্ব পালন করে।

উক্ত কর্মকর্তা বলেন, আমাদের দেশেও শ্রীলংকার মত জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে পাঠ্যবই চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরপর স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড এসব অনুমোদিত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে বই প্রকাশ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থা চালু করা হলে শিক্ষাক্রমের সাথে পাঠ্যবইয়ের বিরাজমান বিভিন্ন অসঙ্গতি এবং ভুল-ভ্রান্তি দূর করা সহজ হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে প্রাথমিক স্তরের নতুন পাঠ্যবইগুলো পর্যালোচনা করছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্তরের নতুন পাঠ্যবইগুলোও পর্যালোচনা করবে বলে উক্ত কর্মকর্তা জানান।

এ সম্পর্কে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যবই প্রণয়নের জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমণ্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করা হয় অথবা বই লেখার জন্য পত্রিকায় টেণ্ডার দেয়া হয়। টেণ্ডারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গোপনে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে বইয়ের পাণ্ডুলিপি বাছাই করা হয়। এই কমিটির সদস্যরা পৃথক পৃথকভাবে তাদের মতামত বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। এরপর তাদের মতামতের ভিত্তিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তা বলেন, পাঠ্যবই প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এর আগে এই কেন্দ্রকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ভিত্তিতে এই কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলে আরও সুন্দরভাবে পাঠ্যবই প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

পাঠ্যবই প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সাথে সমণ্বয় রেখে কাজ করতে পারে বলে উল্লেখ করে উক্ত কর্মকর্তা বলেন, কাজের সমণ্বয়ের জন্য এই কেন্দ্রকে বোর্ডের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরও করা যেতে পারে।